দৈনিক সংবাদ

186

তারিখ ... AUG 27 1999 ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬ ......

কৃতী শিক্ষার্থীদের আহ্বান ☐ রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে দেশের স্বার্থে ঐক্য চাই

নতুন শতকে চাই ক্ষুধা দারিদ্র্য ও অশিক্ষামুক্ত আত্মনির্ভর দেশ

॥ মাহবুব মতিন/সাদেক হোসেন ॥ বিশ শতকের শেষ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষা— একুশ শতকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অশিক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে নতুন শতকের নতুন বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাদের মতে, এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক মত-পার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

গতকাল বৃহস্পতিবার ১৯৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মেধা তালিকায় উপরের দিকে স্থান পাওয়া কৃতী ছাত্রছাত্রীরা 'সংবাদ' প্রতিনিধিদের কাছে তাদের এ রকম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে।

বিশ শতকের শেষ প্রান্তে আর একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এই স্মরণীয় সময়ে দাঁড়িয়ে আগামী শতকে কি প্রত্যাশা করে আমাদের কৃতী শিক্ষার্থীরা— এই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায়, আমরা আমাদের আহ্বান ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

আহ্বান ঃ কৃতী শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর) মাতৃভূমিকে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চাই।

ঢাকা বোর্ড বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম আবেদুল হক তপন আগামী শতকে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায়। তার মতে এদেশের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে বাংলাদেশ একুশ শতকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবেই। তপন এই শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে করে বাংলাদেশ খুব একটা এগোয়নি। সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাবেই বাংলাদেশের এই পশ্চাৎপদতা।

ঢাকা কলেজের ছাত্র তপন দৈনিক ৬/৭ ঘন্টা করে পড়াশোনা করত। কলেজে সে ব্যাচে পড়ত। তার মতে নিজে পড়ে কাভার করতে না পারলে ব্যাচে পড়া তখন জরুরি হয়ে পড়ে। তপন মনে করে নিয়মিত আর পরিকল্পনা অনুযায়ী পড়াশোনা করলে ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব।

তপন ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বাইরে পড়ার চান্স পেলে সে বাইরে পড়তে যাবে নয়তো দেশেই পড়বে। যদিও সে মনে করে দেশের উচ্চশিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে। তার মতে বর্তমান ধারার ছাত্ররাজনীতিতে ছাত্ররা কেবল ব্যবহারই হচ্ছে।

ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম কাজী মোঃ শামীম অল মামুন একুশ শতকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। ফলাফল পরবর্তী প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ঢাকা নটরডেম কলেজের ছাত্র শামীম জানায়, 'বিগত ২৭ বছরে আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির কোন সংযোগ ঘটেনি। জাতি হিসেবে আমরা খুব বেশি উপরে উঠতে পারিনি। এ কারণে আগামী শতকের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে শিক্ষার আলো তথা শিক্ষিতের হার বাড়াতে হবে।' শামীমের মতে 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে অহেতুক মতপার্থক্য, হানাহানি কমিয়ে আনতে হবে।'

মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পুনরায় প্রথম স্থান পেয়ে শামীম অভিভূত। দৈনিক ৮ ঘন্টা পড়াশোনা করা শামীমের ছাত্ররাজনীতিতে তেমন আগ্রহ নেই। তার মতে যে সময়টা ছাত্রদের গড়ার সময় সে সময়ে রাজনীতি করে পথ হারানোর কোন মানে হয় না।'

শামীম বিদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে গ্রেডিং প্রথা চালুর পক্ষে মতামত দেয়। তার মতে এতে করে মেধার যথার্থ যাচাই সম্ভব হবে। শামীম ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ওয়াসিম রেজা আগামী শতকের বাংলাদেশ সম্পর্কে ততটা আশাবাদী নয়। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সে খুবই নিরাশ। আগামী শতকে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হয়ে উঠবে এমনটা সে আশা করে না। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেন আরো একটা ধাপ এগিয়ে যেতে পারে এমনটাই এসে আশা করে। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা উদার হলেই তা সম্ভব বলে সে মনে করে।

ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্র ওয়াসিম রেজা ভবিষ্যতে এমবিএ পড়তে চায়। স্কলারশিপ পেলে সে বাইরে পড়তে যাবে। তার মতে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ যথেষ্ট ভাল। অন্য কোথাও ভাল কোথাও বিশৃংখল পরিবেশ বিরাজ করছে।

ওয়াসিম বর্তমান ধারার ছাত্ররাজনীতি ঘৃণা করে। সে মনে করে ছাত্রদের রাজনীতির চেয়ে লেখাপড়াটাই জরুরি। ওয়াসিমের মতে ভাল রেজাল্টের জন্য প্রাইভেট পড়াটা প্রয়োজন। এই কম্পিটিশনের যুগে কেবল বই পড়ে ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব নয়। তার সাফল্যের পেছনে কলেজের স্যারদের আন্তরিক সহযোগিতা বড় অবদান রেখেছে।

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় মোহাম্মদ রাজীব হাসান মনে করে দেশে মধ্যবিত্তের সন্তানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ নেই। তার মতে লেজুড়বৃত্তি ছাত্ররাজনীতিই দেশে উচ্চ-শিক্ষার প্রধান অন্তরায়।

ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্র রাজীব ছাত্ররাজনীতি মোটেই পছন্দ করে না। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন আছে বলেও সে মনে করে না। রাজীব স্কলারশিপ পেলে বাইরে পড়তে যাবে। ভবিষ্যতে সে ব্যবসায় প্রশাসন নিয়ে পড়তে চায়।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম সোনিয়া জাহিদ মেয়েদের জন্য আলাদা করে মেধা তালিকা নির্ধারণটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার স্থান ৩য়। সে মনে করে মেয়েদের এইভাবে আরো পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বিশ শতকের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সোনিয়া মনে করে এই শতকে বাংলাদেশ একটুও এগোয়নি। এখনো বাংলাদেশে মেয়েরা রাস্তায় একা বেরুনোর সাহস পায় না। যেভাবে বাংলাদেশ এগুচ্ছে তাতে আগামী শতকেও বাংলাদেশ নিয়ে কোন আশাবাদ করা যায় না। সোনিয়ার স্বপ্ন আগামী শতকে বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করা। বাংলাদেশ সত্যিকারের সোনার বাংলা হয়ে উঠবে।

হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী সোনিয়া ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সোনিয়া বলে তার সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ভাল রেজাল্টের জন্য তার নিজের ইচ্ছা। আর বাবা-মা ও শিক্ষকের অবদান তো আছেই। সোনিয়া বাংলা ছাড়া সব সাবজেক্টেই প্রাইভেট পড়েছে। এই সময়ে ভাল রেজাল্ট করতে হলে প্রাইভেট পড়াটা জরুরি বলে সে মনে করে।

মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ এবং মেয়েদের মধ্যে ২য় সাদিয়া হালিম খান একুশ শতাব্দীতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। উচ্চ মাধ্যমিকে তার ফলাফলে সে অভিভূত।

ভিকারুন নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী সাদিয়া মনে করে আগামী শতকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে রাজনৈতিক অস্থিরতার আশু অবসান দরকার। তার মতে 'নিরক্ষর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য রাজনৈতিক দলাদলি বন্ধ করা উচিত'।

সাদিয়ার ভবিষ্যৎ ইচ্ছে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করা এবং শিক্ষকতা করা। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সাদিয়ার প্রিয় লেখক।

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে ৯ম মোঃ সাইদ বিন ইসলাম আগামী শতকে বাংলাদেশকে শিক্ষায় ও অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায়। তার মতে এই শতকে বাংলাদেশ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কিছুটা এগুলেও অর্থনৈতিকভাবে এগোয়নি। ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্র সাঈদ ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হতে চায়। এর মাধ্যমে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখা সম্ভব বলে সে মনে করে।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় ২য় ইমরানুল হকের প্রত্যাশা আগামী শতকে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তার মতে বিশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে অনেক না পাওয়ার মধ্যেও আমরা কিছুটা হলেও গণতান্ত্রিক আবহ ফিরে পেয়েছি। পত্রিকাগুলো স্বতন্ত্র মত প্রকাশের জন্য স্বাধীনতাও পেয়েছে। এগুলো কম বড় অর্জন নয়। এর পাশাপাশি ইমরানুল জানায় জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত থেকে গেলেও ধীরে ধীরে শিক্ষিতের হার বাড়ছে। এটা একটি সামাজিক অগ্রগতি। ইমরানুল হক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে আগ্রহী।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় নাজিয়া শারমীন একুশ শতকে শিক্ষিত, দারিদ্র্যমুক্ত এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। নাজিয়ার মতে, স্বাধীনতার পর আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। অথচ আমরা এগিয়ে যেতে পারিনি। তার মতে আজ যখন আগামী শতককে বরণ করে নেয়ার জন্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি শেষ করে এনেছে সেক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। এর কারণ হিসেবে নাজিয়া সমাজের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, নিরক্ষরতা ও অশিক্ষাকে দায়ী করে।

ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী নাজিয়ার মতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাসে প্রত্যেক ছাত্রেরই পড়াশোনায় প্রচুর ঘাটতি থেকে যায়। নাজিয়া ভবিষ্যতে কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আগ্রহী।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় ১৫তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৩য় রুবাইয়া রাতিন খান আগামী শতকে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। তার মতে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিগত সাতাশ বছরে ভাল কোন অর্জন পাইনি। রুবাইয়া বলে আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার রাজনৈতিক দল ও মতের উর্ধ্বে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে হবে।

ভিকারুন্নিসা নুন কলেজের ছাত্রী রুবাইয়া ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

রাজশাহী থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ॥ রাজশাহী বোর্ডে মানবিক সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ফারজানা আকতার ইলা বর্তমানের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত বলে মনে করে। তার মতে দলমতনির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হলে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব।

রাজশাহীর বরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ইলা ভবিষ্যতে বিচারক হতে যায়। সে দৈনিক ৮ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। অবসরে সে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনে।

চাঁদপুর থেকে শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ ॥ কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম মোঃ সফিউল আজম ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী। হাজীগঞ্জ মডেল কলেজের ছাত্র সফিউল বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে অনাগ্রহী। সে গড়ে প্রতিদিন ১০ ঘন্টা করে পড়াশোনা করতো। বাগান করা তার প্রিয় শখ। কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক বিভাগে ৯ম সৈয়দা কানিজ নাহার বিচারক হতে আগ্রহী। হাজীগঞ্জ মডেল কলেজের ছাত্রী কানিজ দৈনিক ৫/৬ ঘন্টা করে পড়াশোনা করতো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকার ১১তম স্থানের অধিকারী তানভীর আহমেদ ভবিষ্যতে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হতে চায়। বরেন্দ্র কলেজের ছাত্র তানভীর নিয়মিত ১০/১২ ঘন্টা করে পড়াশোনা করেছে। সে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে না হলেও ধ্বংসাত্মক ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করে না। ভাল ফলাফলের জন্য নিয়মিত পড়ালেখাই যথেষ্ট বলে তানভীর 'সংবাদ'কে জানায়।

বগুড়া থেকে হাসিবুর রহমান বিলু/নজমুল হুদা নাছিম ॥ রাজশাহী বোর্ডে বাণিজ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম নুসরাত শারমীন সাথী ভবিষ্যতে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হতে আগ্রহী। বগুড়া ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজের ছাত্রী সাথী দৈনিক ৬/৭ ঘন্টা লেখাপড়া করতো। সাথী ছাত্ররাজনীতি পছন্দ করে না, তবে তার অভিমত ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

রাজশাহী বোর্ডে বাণিজ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ও মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় মোয়াবিয়া রহমান ভবিষ্যতে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চায়। সরকারি আযিযুল হক কলেজের ছাত্রী মোয়াবিয়া দিনে ৭/৮ ঘন্টা পড়ালেখা করেছে। তার ৩ জন গৃহশিক্ষক ছিল। মোয়াবিয়ার ছাত্র রাজনীতি অপছন্দ, তবে এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে আগ্রহী। এসএসসি পরীক্ষায় সে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ স্টার মার্কস পেয়েছিল।

রাজশাহী বোর্ডে বাণিজ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ সৈয়দ আবদুল্লাহ-আল-মামুন ভবিষ্যতে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হতে চায়। বগুড়া ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজের ছাত্র মামুন দিনে ৫/৬ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে। বাবা আতাউর রহমান চিকিৎসক, মা আসমা রহমান গৃহিণী।

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ইনতেহার আলম ইমন। ভবিষ্যতে সে আইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী। পিতামাতা ও কলেজের শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা এবং কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির জন্যই সে এই ফলাফল লাভ করতে পেরেছে। ইমন রবীন্দ্র সঙ্গীতে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে।

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ আদমদিঘি থানার পাহলোয়ানপাড়া গ্রামের দরিদ্র কৃষি শ্রমিক আবদুল হাকিমের ২য় পুত্র মোঃ ইলিয়াস। টিউশনি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। রাজশাহী বোর্ডে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করে সে চমক সৃষ্টি করেছে। তার এ ফলাফলে বৃদ্ধ মা-বাবা আনন্দে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ইলিয়াসের সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার দুখী মা-বাবার দোয়া। ইলিয়াস এ প্রতিনিধির কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে রাজনীতি না করে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে ভাল ফল লাভ করা কঠিন নয়। ভবিষ্যতে সে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে চায়।

চট্টগ্রাম বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে আগ্রহী। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র আফজাল জানায়, ভাল ফলাফলের জন্য নিয়মিত লেখাপড়ার বিকল্প নেই। সে দৈনিক ৫/৬ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। আফজাল শৈশবেই তার বাবাকে হারায়। বর্তমানের নেতিবাচক ছাত্ররাজনীতি আফজালের পছন্দ নয়।